[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

শ্রমিক

শিশুরা সুন্দর। শিশুরা নিষ্পাপ। প্রতিটি শিশুই ফুলের মতো ফুটবার এবং সুন্দররূপে বিকশিত হবার দাবি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু সম্পদের অসম বণ্টন ও সামাজিক অসংগতির শিকার হচ্ছে অনেক শিশু। সেই সাথে করোনার থাবা। যাদের কচি হাত হয়ে ওঠেছে শ্রমের হাতিয়ার। করোনাকালিন সময়ে দির্ঘদিন স্কুল বন্ধ এবং অঘোষিত লকডাউনের ফলে নি¤œ শ্রেনীর মানুষের আয়ের উৎসও কমে গিয়েছে।

ফলে পারিবারিক চাহিদা ও অভাব অনটন মেটাতে বিভিন্ন কর্মে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে শিশুরা। কম টাকায় শ্রম পাওয়া যায় সেজন্য অনেকেই তাদেরকে কাজে লাগাই।
মেহেরপুর মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের জরিপ অনুযায়ি জেলায় শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। এদের বেশির ভাগই নি¤œবিত্ত পরিবারের। ওয়েল্ডিং, কারখানা, ব্রিক ফিল্ড, মালিক সমিতি, হোটেল ব্যবসায়ী, রাজ মিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি এ ছাড়াও মুদি দোকান, সেলুনের দোকান, মাছের ব্যবসা ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে এই সমস্ত শিশুরা। মেহেরপুর জেলায় এ ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার ৬শ ৮৫ জন।

এছাড়াও করোনাকলিন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় নি¤œবিত্ত পরিবারের শিশুদের মাঝে এক প্রকার হতাসা তৈরি হয়েছে। ফলে পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে তারাও নেমে পড়ছে অর্থ উপার্জনের পথে। এ ক্ষেত্রে পরিবার থেকেও দেওয়া হচ্ছে উৎসাহ। বর্তমানে অটো, নসিমন, করিমন, বাস, ট্রাক ও মটর গ্যারেজে এই ধরণের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। আবার অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়ার খরচ দিতে না পেরে এবং সংসারের অসচ্ছলতার শিকার একজন মা-বাবাকে বাধ্য করে তার সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করতে।

রাধাকান্তপুর গ্রামের মহাসিন আলী ছেলে রাহিদ, ইসলাম ভ্যান চালকের ছেলে সুমন, রাজাপুরের শহিদুল ইসলামের ছেলে সবুজ কাজ করে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। রাহিদ মটর গ্যারেজে, সুমন কাঠ মিস্ত্রি, সবুজ ওয়েল্ডিং এর দোকানে। বয়সের দিক থেকে ১৪ পেরোইনি কেউই। তাদের ভাষ্য অনুযায়ি স্কুল বন্ধ তাই একটু হাতের কাজ শিখে রাখছি। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এদরে মধ্যে রাহিদের পিতা মহাসিন আলী জানান, বর্তমানে আমাদেও মত গরিব মানুষের ছেলেদের লেখা পড়া করিয়ে কোন লাভ নেই। অর্থাভাবে মাঝ পথেই বন্ধ হয়ে যাবে তাদের লেখা পড়া। আবার

চাকরি নিতেও ঘুষ লাগবে। এজন্য ছোট থাকতেই হাতের কাজ শিখলে ভবিষ্যতে সেটা কাজে লাগিয়ে নিজেই উপার্জন করতে পারবে।

বাংলাদেশ জাতীয় শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজ করানো হলে তা শিশু শ্রমের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়। ১২ জুন বিশ্ব শিশু শ্রম শ্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। শিশু অধিকার সুরক্ষা ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন ২০০২ সালে বিশ্বজুড়ে শিশুদের জন্য এই দিবসটি ঘোষণা করেছিল আন্তর্জাতিক শিশু শ্রমবিরোধী দিবস। কিন্তু তারপরও বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশু শ্রমের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতাও তেমন একটা দেখা যায় না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ঝাউবাড়িয়া গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে শিশু শ্রমিক পাপ্পু (১৩) জানান, কয়েক মাস আগে আমার আব্বুর প্যারালাইসিস হয়। সংসারে অভাবের কারণে আমার পড়ালেখার চালাতে পারেনা। তাই আমি দোকানে কাজ করে আমার পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করি।

মেহেরপুর বড় বাজারের বীণা স্টোরের মালিক শহিদুল ইসলাম এ ব্যাপারে জানান, পরিবারে অর্থ যোগানকারী ব্যাক্তির অভাব থাকায় অনেক শিশুকে বেছে নিতে হয় এই ধরনের পদক্ষেপ। আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে পড়ালেখা ছেড়ে দেওয় অনেকেই আসে কাজের জন্য। বাংলাদেশে শিশুশ্রম দন্ডনীয় অপরাধ তারপরও তাদের পরিবারের কথা ভেবে মানবিক কারনে তাদের কাজে নিতে হয়।

আরো একজন শিশু শ্রমিক রাশেদ(১৩) জানান, আমার আব্বু আবুল কালাম আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও আমি ওয়েল্ডিয়ের কাজ করি কারণ আমি পড়াাশোনায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। স্কুলের পড়া মাথায় ধরে রাখতে পারতাম না। তাই তৃতীয় শ্রেণি থেকে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এই শুরু কাজ করি। প্রায় পাঁচ বছর এই কাজের সাথে জড়িত থাকায় আমি একজন দক্ষ কারিগর হয়েছি।

এ বিষয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম বলেন, বর্তমানে মেহেরপুরেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিশুকে পুর্নবাসন করেছি। সেই সাথে যে সমস্ত শিশুরা এখনো শ্রমের সাথে জড়িত তাদেরও পুর্নবাসনের ব্যাপরে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

মেহেরপুর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দিক বলেন, শিশু শ্রমের বিষয়ে করোনার আগে আমরা একবার মিটিং করেছিলাম। আমি শিশু শ্রম নিরসন কমিটির সদস্য হিসেবে আছি। এটা মূলত কুষ্টিয়া আঞ্চলিক অফিস থেকে দেখাশোনা করেন। তারপরও মেহেরপুরের বিষয়টি নিয়ে সামনের মিটিংএ আলোচনা করবো।

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ মহাপরিচালক হসিবুজ্জামান বলেন, শিশু শ্রম নিরসন বা পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যে সরকার কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থাকে। আমাদের মেহেরপুরে শিশু শ্রমের একটি তালিকা তৈরি করে তাদেরও সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

জনতার হাতে ধরা পড়লো সাইকেল চোর

মেহেরপুর নতুন পাড়া মোড়ে সাইকেল চুরি করার সময় সাইকেল সহ ধরা পড়ল সাইকেল চোর।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টার দিকে মেহেরপুর নতুন পাড়া মোড়ে আলেয়া স্টোরের সামনে থেকে সাইকেল চুরি করার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে সাইকেল চোর সেলিম (২৪)।

সেলিম কুষ্টিয়া দৌলতপুর থানার ৭ নম্বর ওয়ার্ড খলিসাকুন্ডি গ্রামের ছমীর আলীর ছেলে।

সাইকেলর মালিক সাইদুল জানান, সাইকেলের তালা ভাঙ্গছিলো এমন অবস্থায় সিসি ক্যামেরায় দেখে তাকে হাতেনাতে ধরা হয়।

এসময় সেলিমকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করে স্থানীয় জনগণ।

মেহেরপুর সদর থানার এস আই ইকবাল জানান, সাইকেল চোর ধরার খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে সেলিমকে থানায় নিয়ে আসি। বর্তমানে সেলিম থানা কাস্টডিতে আছে।

কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারে ধানের চারা রোপণ

কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’র মাধ্যমে ধানের চারা রোপণ। এ যন্ত্র দিয়ে রোপণ করা হচ্ছে ধানের চারা। এতে সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থের, কমছে উৎপাদন খরচ আর অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা। কৃষিবান্ধব এই যন্ত্রটির মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে বেশি জমিতে ধান রোপণ করা সম্ভব হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার চাষীরা ‘রাইস ট্রান্সপ্লান্টার’ যন্ত্রের মাধ্যমে ধান রোপণ করছেন এবং পাকা ধান কম্বাইন্ড হারভেস্টর দিয়ে কাটছেন। এতে অধিক লাভবান হচ্ছেন চাষীরা।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে একজন শ্রমিক দিনে ৩ থেকে ৪একর জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে পারেন। এতে সাশ্রয় হয় সময় ও অর্থের।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, এই যন্ত্র দিয়ে একসঙ্গে ৬ লাইনে ধানের চারা রোপণ করা যায়। ধানের চারা রোপণে যন্ত্রটি ব্যবহার করলে রোপণ খরচ ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব। সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে কমপক্ষে চারজন শ্রমিককে কাজ করতে হয়। এতে খরচ হয় কমপক্ষে ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে এক বিঘা জমিতে ধান রোপণ করতে খরচ হয় ৫ শ থেকে ৭শ টাকা। এছাড়া রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে চারা রোপণ করলে লাইন সোজা হয়। ফলে পরবর্তীতে আগাছা দমন, সার ও কীটনাশক ছিটানো ও ধান কাটা সহজ হয়। এ পদ্ধতিতে কৃষকেরা অধিক লাভবান হচ্ছেন।

বুধবার বিকালে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া ব্লকের গৌড়দহ গ্রামে কৃষক সুরমান আলীর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা (বিআর২৩) রোপণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে এ রোপণ কাজের উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস।

এ সময় উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ, এসএপিপিও মোঃ ফরহাদ শরীফ ও বারুইপাড়া ইউনিয়নের উপসহকারী কৃষি অফিসার মোঃ মাহিরুল ইসলাম, মোঃ গোলাম হোসেন এবং মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদৌস সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধানের চারা রোপণ উদ্বোধনকালে ইউএনও লিংকন বিশ্বাস বলেন, সরকার কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। মেশিনের মাথ্যমে ধান রোপণ ও মাড়াই হলে চাষীরা অধিক লাভবান হবেন। আর মেশিন ক্রয়ে সরকার চাষীদের আর্থিক সহায়তা করছে।

তিনি কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের বিনামূল্যে ধানের চারা, সার, বীজ দিয়ে সহযোগিতা করছে। সরকার কৃষকের উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করছে। আর এসব যন্ত্র ক্রয়ে সরকার কৃষককে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করছে। ফলে কৃষক অধিক লাভবান হচ্ছেন।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ বলেন, আগামীর কৃষি মানেই যন্ত্রনির্ভর কৃষি। যন্ত্রের মাধ্যমে ধানের চারা রোপণের ব্যবস্থা করেছি। এর মূল কারণ হচ্ছে অল্প সময়ে অধিক জমিতে চারা রোপণ করা। উৎপাদন খরচও কমে যাবে, কৃষক লাভবান হবে।

আরেক কৃষক পল্টু বিশ্বাস বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে এক বিঘা (৩৩শতাংশ) জমির ধার রোপণ করতে আমাদের ২ হাজার থেকে ২৫শ টাকা খরচ হয়। আর রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপণ করলে মাত্র ৫শ টাকা থেকে ৭টাকা খরচ হয়। মেশিন দিয়ে ধান রোপণ করলে আমাদের উৎপাদন খরচ কম হয়। কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হলে সরকারকে আরও বেশি সহযোগিতা করার দাবি জানান তিনি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. শ্যামল কুমার বিশ্বাস বলেন, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে রোপা আমন ধান চাষ কুষ্টিয়ায় জনপ্রিয় হচ্ছে। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ১০০ হেক্টর জমিতে রাইস ট্রান্স প্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ করতে সক্ষম হয়েছি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতি কৃষকের মাঝে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে

উঠছে। রাইস ট্রান্স প্লান্টার মেশিন, কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন ক্রয়ে সরকার কৃষকদের সহযোগিতা করছে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুমারখালীর গন্নাথপুর ইউনিয়নের দরামপুর গ্ৰামের আহম্মদ ডাক্তার এর ছেলে তৃষাণ (৭) নামে একটি ছেলে মাছ ধরতে গিয়ে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে বন্ধুদের সাথে নিয়ে দয়ারামপুর শ্মশানের পাশে মাছ ধরতে যায় তৃষাণ। হঠাৎ নদীর পানিতে পড়ে যায়।

এই সময় তার সাথে থাকা বন্ধুদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে প্রায় ১ ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করে তৃষাণ কে উদ্ধার করে কুমারখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তৃষাণ কে মৃত্যু বলে ঘোষণা করেন।

এই সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নেশার টাকা না পেয়ে মিরপুরে ভিক্ষুককে হত্যার অভিযোগ

মাদক কেনার টাকা দিতে অস্বীকার করায় ছাইদা খাতুন (৩৪) নামে এক ভিক্ষুককে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার আপন ভাইয়ের ছেলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনা ঘটে কুষ্টিয়ার মিরপুরে।

মঙ্গলবার দুপুরে মরদেহের ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের লোকজনের নিকট

হস্তান্তর করেছে পুলিশ।

নিহত ছাইদা খাতুন মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ ইউপির তেঘরিয়া ক্যানেলপাড়া এলাকার মৃত কিতাদী প্রামানিকের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্বামী পরিত্যক্ত নারী ছাইদা খাতুন তার বড় ভাই ইউনুস প্রামানিকের বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতেন। তিনি গ্রামে, বাজারে ভিক্ষা করেন এবং একাই থাকেন। ভিক্ষার টাকা নিতে প্রায়ই ইউনুসের বড় ছেলে মাদকাসক্ত রনি প্রামানিকের সঙ্গে তার বিবাদ হত।

সোমবার সকালে ভিক্ষুক ছাইদা খাতুনের কাছে থাকা এক হাজার টাকা নিতে যান রনি প্রামানিক। এ সময় ছাইদা খাতুন টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে বেদম মারধর করেন। এক পর্যায়ে ছাইদা খাতুনের গলার উপরে পা দিয়ে শ্বাসরোধ করেন।

পরে প্রতিবেশীরা ছাইদা খাতুনের কোন সাড়া না পেয়ে ঘরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখে। পুলিশে খবর দিলে সোমবার বিকালে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এ ঘটনার পর থেকে রনি প্রামানিক (৩০) পলাতক রয়েছে।

মিরপুর থানার এসআই আতিকুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে, রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।

কুষ্টিয়ায় অন্যের জমি রেজিস্ট্রেশনের ঘটনায় আরও এক প্রতারক আটক

কুষ্টিয়ায় জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে অন্যের জমি রেজিস্ট্রেশনের ঘটনায় আরও এক প্রতারককে আটক করেছে পুলিশ। আটককৃত ব্যক্তির নাম মহিবুল ইসলাম। মহিবুল মিরপুরের কাটদহ চর গ্রামের মৃত সাহাজদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

গত রাতে অভিযান চালিয়ে তার নিজ বাড়ি থেকে আটক করে পুলিশ। এর আগে গতকাল এঘটনার সাথে জড়িত প্রতারক চক্রের ৪ জনকে আটক করে পুলিশ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কুষ্টিয়া শহরের একটি প্রতারক চক্র ভুয়া এনআইডি কার্ড তৈরি করে মজমপুর মৌজার ২৫৭৫, ২৫৭৬, ২৫৮০, ২৫৮১ দাগের মধ্যে ০.২২ একর জমি বিক্রয় করে। এই.২২ শতক জমি ক্রয় করে মহিবুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত জানান, শুক্রবার যমুনা টিভির ইনভেস্টিগেশন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রীতে এ সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানি প্রতিবেদন প্রচার হলে ভুক্তভোগীকে অভিযোগপত্র প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়। তারই ভিত্তিতে এখন পর্যন্ত প্রতারক চক্রের ৫ সদস্যকে আটক করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ বলছে এই প্রতারণার সাথে জড়িত অন্যদেরও গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ভুক্তভোগী ব্যক্তির প্রায় ১০০ কোটি মূল্যের সম্পত্তি জাতীয় পরিচয়পত্র জালিয়াতি করে বিক্রির চেষ্টা করে এই প্রতারক চক্র।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে বজ্রপাতে ৪ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পৃথক পৃথক স্থানে বজ্রপাতে ৪ জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন এক গৃহবধূ।

সোমবার বিকালে উপজেলার বোয়ালিয়া ইউনিয়নের নাটনাপাড়া মাঠে বজ্রপাত ঘটে কামাল (২৫) ও মহিবুল (২৭) নামে দুই কৃষকের মৃত্যু হয়।

এরা নাটপাড়া গ্রামের আবুজেল ও নুরুর ছেলে। মাঠে কাজ করা অবস্থায় বৃষ্টিপাতের সাথে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান। পরে তাদের মৃতদেহ মাঠের লোকজন উদ্ধার করে নিজ নিজ বাড়িতে নেয়।

অপরদিকে দুপুর আড়াইটার সময় চকদৌলতপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে বজ্রপাতে নাহারুল ইসলাম (৫০) নামে এক নৈশ প্রহরীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি দৌলতপুর থানা বাজারের নৈশ প্রহরী ছিলেন। এ সময় আহত হয়েছেন তার স্ত্রী কমেলা খাতুন (৪৫)।

স্থানীয়রা জানায়, নাহারুল ইসলাম ও তার স্ত্রী কমেলা খাতুন নিজ বাড়িতে টিনের ঘরে কাজ করা অবস্থায় বৃষ্টির সাথে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই নাহারুল ইসলামের মৃত্যু হয়। এ সময় তার স্ত্রী কমেলা খাতুন গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

বজ্রপাতে নিহত অপর একজন হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার সেনপাড়া গ্রামের ইরাজুল হোসেন।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত সরকার বজ্রপাতে চারজন নিহতের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভেড়ামারায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার দুপুর ১টার দিকে তাদের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে এলাকাবাসী। উপজেলার মোকারিমপুর ইউনিয়নের ক্ষেমিরদিয়াড় বিলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানায়, ক্ষেমিরদিয়াড় বিলপাড়া এলাকায় জিল্লুর রহমানের ছেলে মুরসালিন (৭) ও সুজন ইসলামের ছেলে আবরার আরাফাত (৫) খেলতে গিয়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী খালের পানিতে ডুবে যায়।

পরে তাদের ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী উদ্ধার করে ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন। মৃত শিশুরা সম্পর্কে চাচাত ভাই। দুই

শিশুর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ট্রাক চাপায় রাসেল (২৪) নামে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে তার সাথে থাকা মোটরসাইকেল আরোহী রুবেল (২২)।

আজ সোমবার দুপুর পৌনে ১টার দিকে দৌলতপুর উপজেলার হোসেনাবাদ মাঠের মধ্যে ব্রীজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাসেল উপজেলার প্রাগপুর ইউনিয়নের মুসলিমনগর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। আহত রুবেল একই গ্রামের মুসা কলিমের ছেলে। তাকে দৌলতপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার ওসি নিশিকান্ত সরকার জানান, রাসেল ও তার বন্ধু রুবেল মোটরসাইকেল যোগে মথুরাপুর থেকে হোসেনাবাদ যাওয়ার পথে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়কের হোসেনাবাদ মাঠের মধ্যে ব্রীজের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হয়।

এতে মোটরসাইকেল চালক রাসেল ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং রুবেল রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। তাকে উদ্ধার করে দৌলতপুর হাসপাতালে ভতি করা হয়েছে। নিহত রাসেলের মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।